Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 60
October-December, 2019

# সমকামিতা : প্রকৃতি, পরিণাম ও শাস্তি

# Homosexuality: Nature, Consequences and Punishment

Md. Mahmudul Hasan*

**ABSTRACT**

*Ensuring proper means to fulfil the sexual inclination of human being is indispensable. A meticulous scrutiny of the contemporary sexual practices deplorably demonstrate that homosexuality is practiced as one of the ways to quench the thirst of sexual desire. This article intends to portray the nature, consequences and punishment of homosexuality in the light of Islamic Shariah. It endeavours to depict that homosexuality has been treated as a heinous trait in all ages of human history. This research argues that homosexuality being an action opposed to nature causes physical harm, mental disorder and moral inversion to the homosexual.The community of Lut, as the author asserts, committed such sin for the first time in human history. Contemporary global order is witnessing the tragic proliferation of such sin as well as offence in different parts of the world. Under Islamic Shariah homosexuality or liwat is regarded as sin as well as offence. Homosexuals are liable to suffer punishment if his or her offence can be proved beyond reasonable doubt. Combating such heinous act with the armaments of law should be the priority of each and every state to secure a healthy progeny.*

**Keywords**: homosexuality, community of Lut (qawm-i-lut), sexual conduct, sexual disease, dead sea.

**সারসংক্ষেপ**

*মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে যৌন মিলনের স্পৃহা বিদ্যমান, তা পরিপূরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা একান্তই আবশ্যক। বর্তমান দুনিয়ায় এ মিলন স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য যে সকল উপায়-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার অন্যতম সমমৈথুন (Homo Sexuality) বা সমকামিতা। এ সমকামিতার ধরন, এর পরিণাম ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর শাস্তি বর্ণনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। বর্ণনা ও*

* Md. Mahmudul Hasan is an Assistant Professor of Hadith (Muhaddis) in Misbahul Ulum Kamil Madrasah, Dhaka, email: maulanamahmudulhasan@gmail.com



*বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমকামিতা সর্বযুগে মানব সমাজে একটি জঘন্য কু-অভ্যাস হিসাবে ঘৃণা কুড়িয়েছে। প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অস্বাভাবিক ক্রিয়া সমকামীকে দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, মানসিকভাবে অস্থির করে এবং নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করে। জীবনযাপনের স্বাভাবিক ছন্দ যাদের অপছন্দ এবং সব ব্যাপারেই নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করে, যারা পৈশাচিক আনন্দ লাভে অভ্যস্ত সমকামিতা তাদেরই আবিষ্কার, তাদেরই অবলম্বন। মানুষের মনুষ্যত্ব চরমভাবে লাঞ্ছিতকারী এ কদর্য, বীভৎস ও বদ-অভ্যাস আল্লাহ্‌র বিধানের দৃষ্টিতে কঠিন গুনাহের কাজ। পৃথিবীর ইতিহাসে এ জঘন্য পাপের সূচনাকারী 'কওমে লূত' বা লূত সম্প্রদায়। কালের আবর্তে হাজার হাজার বছর পূর্বের সেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ লেওয়াতাত সমকামিতা নামে বর্তমান সমাজে প্রতিভাত হচ্ছে- যা সেই পুরাতন লেওয়াতাতেরই নতুন সংস্করণ।*

**মূলশব্দ :** সমকামিতা, কওমে লূত, যৌনাচার, যৌনরোগ, মৃতসাগর।

## ভূমিকা

সমকামিতা একটি চরম ঘৃণিত সামাজিক অপরাধ। এর দ্বারা সমাজে নৈতিক বিপর্যয়, পারিবারিক ভাঙ্গন এবং চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সিগমন্ড ফ্রয়েড তাঁর Psychopathology of Everyday Life গ্রন্থে লিখেছেন: "এই সমমৈথুন নিষ্ফল ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। এর পরিণাম দুঃখ ও চিন্তা-ভারাক্রান্ততা এবং শেষ পর্যন্ত অপমৃত্যু ছাড়া কিছু নয় (Freud 1901, 247)।"

সমকামিতা পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির কাছে অত্যন্ত কদর্য ও ঘৃণিত কাজ হিসেবে স্বীকৃত হলেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যসহ গোটা পৃথিবীতে আজ সমকামিতার প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে পাশ্চাত্যের কোন অধিবাসীকে যদি সমকামিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো তবে তৎক্ষণাৎ সে বলে উঠত, এটা অসুস্থ, বিকৃত এবং কুরুচিপূর্ণ। কিছুটা ধার্মিক প্রকৃতির লোক হলে হয়তো বাইবেল থেকে এর নিষেধাজ্ঞাসূচক বিষয়ক উদ্ধৃতি করে বলত, "An abomination unto the Lord"। সে যুগের মনোরোগ চিকিৎসাবিদগণ সমকামিতাকে চিহ্নিত করেছেন 'মানসিক অসুস্থতা' হিসেবে এবং এ রোগের প্রতিকারস্বরূপ শক থেরাপি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগের পথ বাতলে দিয়েছেন। কিন্তু সত্তর বা আশির দশকের দিকে এসে তাদের মানসিকতা পাল্টে গেল, বদলে গেল তাদের জবাবের ধরন-প্রকৃতি, 'সমকামিতা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার', 'এটাতো কেবল একটা ভিন্ন রকম লাইফস্টাইল' 'Different Strokes for different folks'। অবশেষে একটা সময় আসল যখন মনোরোগবিদদের ডিকশনারি থেকে 'Homo-sexuality' শব্দটি হারিয়ে গেল, আর তার স্থান দখল করল 'হোমোফোবিয়া'। বিগত কয়েক বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ইউরোপ এবং আমেরিকার আইনি, মেডিক্যাল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সমকামিতা নিয়ন্ত্রণের পুরো বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করে এই উপসংহারে উপনীত হয়েছে যে, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে এবং নাগরিক

জীবনের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে এমন আইন প্রণয়ন করা উচিত এবং যেসব আইনের ভিত্তি কেবল নৈতিক সেগুলো বাদ দেয়া উচিত। এটাও উল্লেখ্য, সম্মতির ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ব্যক্তিগত জীবনের যে কোন প্রকার যৌন সম্পর্কের উপর কোনো আইনগত নিয়ন্ত্রণ থাকবে না (The New Encyclopedia, 27/247)। অন্যদিকে, মানবজাতি এবং মানবসমাজের মৌলিক যে প্রকৃতি তাতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি এবং তা হওয়া সম্ভবও নয়। নৈতিকতার একটি দৃঢ় ভিত্তি না থাকলে মানবসমাজ কলুষিত হয়ে পড়ে। আর যদি মানুষের হাতে নৈতিকতার ভিত্তি গড়ার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়, সেটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

## সমকামিতা

সমকামিতা একটি যৌন প্রবৃত্তি, যার দ্বারা সমলিঙ্গের দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রেম কিংবা যৌন আচরণ বোঝায়। প্রবৃত্তি হিসেবে, সমকামিতা বলতে বোঝায় মূলত সমলিঙ্গের কোন ব্যক্তির প্রতি জেগে ওঠা যৌনস্পৃহা বা প্রণয়ঘটিত এক ধরনের অস্বাভাবিক প্রবণতা। যৌন তাড়না বা প্রবৃত্তির ভিত্তিতে মানুষকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) সমকামী : সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি যারা যৌন তাড়না অনুভব করে। (খ) উভকামী : যারা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি যৌন বাসনা অনুভব করে। (গ) বিষমকামী: যারা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন তাড়না অনুভব করে। সমকাম মানে নারীর প্রতি নারীর বা পুরুষের প্রতি পুরুষের যৌন আকর্ষণ (Choudhury 2016)। সমকামিতার আরবী প্রতিশব্দ لواط বা لواطة; এর মূল ধাতু لاط – (لوط) সমমৈথুন করা; প্লাস্টার করা, প্রলেপ দেয়া; লুকানো। যেমন বলা হয়, لاطَ الرجلُ অর্থাৎ কোন লোক সমমৈথুন অর্থাৎ লূত (আ.)-এর জাতির অপকর্ম করল (Ibn Manẓūr 2010, 8/158)। اللواط শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সংলগ্ন হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া, মেলামেশা করা, সঙ্গী হওয়া, সহচর হওয়া। যেমন বলা হয়, জনৈক ব্যক্তি لواطة করেছে অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের অপকর্ম করেছে বা পুংমৈথুন করেছে। পুংমৈথুনকে لواطة বলা হয় এই জন্য যে, এতে লূত সম্প্রদায়ের ঘৃণ্য কাজটি করা হয় (Al-Karbasi 2001)। সমকাম-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Homosexuality; শব্দটি ১৮৬৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেন Karl Maria Cutberry তার লেখা একটি ছোট আইন-বিষয়ক পুস্তিকায়। সমকামী বা Homosexual শব্দটি গ্রিক হোমোস এবং ল্যাটিন সেক্সার শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। এর অর্থ হলো A person usually a man, who is sexually attracted to people of the same sex. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি, সাধারণত কোন পুরুষ যে সমলিঙ্গের সঙ্গে যৌনভাবে আসক্ত (Wehmeier 2006, 747)।

## সমকামিতার কুরআনিক প্রতিশব্দ

সমকামিতার আরবী প্রতিশব্দ لواط বা لواطة কথাটি কুরআনে সরাসরি আসেনি। বরং লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় কর্তৃক চর্চিত সমকামিতাকে কুরআন বিশেষ কিছু শব্দে প্রকাশ করেছে। তা নিম্নরূপ :



(ক) অশ্লীল কাজ (الفاحشة) : ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾

স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি (Al-Qurān, 29:28)।

(খ) পুরুষে উপগত হওয়া (إتيان الرجال) : ইরশাদ হচ্ছে,

﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ﴾

তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের সভায় প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাক (Al-Qurān, 29:29)।

(গ) গর্হিত কাজ (الخبائث) : ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ﴾

এবং লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ হতে যার অদিবাসীরা লিপ্ত ছিল গর্হিত কর্মে; তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী (Al-Qurān, 21:74)।

মোটকথা, কোন পুরুষ ও নারী তার সমলিঙ্গের কোন ব্যক্তির সাথে পায়ুপথে যৌনচাহিদা মেটালে তাকে সমকামিতা বা পায়ুকামিতা বলে। ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সমকামীদের সংখ্যা চোখে পড়ার মত। গে, লেসবিয়ান, বাইসেক্সুয়াল বা ট্রান্সজেন্ডার - নাম বা শ্রেণি যাই হোক- তাদের চরিত্র একই।। এদের একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিটি আছে। এটির আদ্যক্ষরিক নাম 'এলজিবিটি'।

## সমকামিতার উৎপত্তি

সমকামিতার মতো ঘৃণ্য এ কাজটি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম চালু করেছিল কওমে লূত বা লূত আ.-এর সম্প্রদায়। লূত সম্প্রদায় জর্ডান ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী 'সাদূম' অঞ্চলের অধিবাসী। অনুমিত হয় যে, আল-কুরআনুল কারীমে উপর্যুক্ত ঘটনাবলি (লূত সম্প্রদায়ের পাপাচার ও গযব নাযিল) খ্রিস্টপূর্ব আঠারো শতকের দিকে সংঘটিত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জার্মান গবেষক মি. ওয়ার্নার কেলার লক্ষ করেন যে, সডোম (Sodom) ও গোমরাহ (Gomorrah) নগর দুটি প্রকৃতপক্ষে ছিল সিদ্দিম উপত্যকায়। সিদ্দিম উপত্যকা লূতের হ্রদের দূরতম এবং নিম্নতম এলাকায় অবস্থিত। এ ছাড়া একদা এখানে ছিল অনেক ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ। গবেষণালব্ধ তথ্যে জানা গেছে, পূর্বোক্ত ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং ভূমিকম্পের ফলে সংঘটিত বিশাল ভূমিধসের ফলেই সৃষ্ট মৃতসাগর ঐ অগভীর এলাকার। একদা এখানেই অবস্থিত ছিল সডোম ও গোমরাহ নামক দুটি প্রসিদ্ধ জনপদ। এখানেই বাস করতো লূত সম্প্রদায়ের লোকেরা (Yeahyah 2008, 53-54)। পুরাতন বাইবেলে (Old testment) উল্লেখ করা হয়েছে যে, লূত (আ.) সডোম নগরে বাস করতেন। লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে বসবাসকারী ঐ সম্প্রদায় আল-কুরআনুল কারীমের

ভাষ্যে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবেই ধ্বংস হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, উক্ত নগরের অবস্থিতি ছিল মৃত সাগর[১] (Dead Sea) এলাকায়। এই এলাকাটি ইসরায়েল-জর্ডান সীমান্ত রেখা বরাবর বিস্তৃত।

লূত সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র ইবাদত ছেড়ে শির্‌ক ও কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল। পার্থিব উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হওয়ার কারণে তারা সীমালংঘন করেছিল এবং একটি হঠকারী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। পূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর মতো তারা চূড়ান্ত বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। অন্যায়-অনাচার ও নানাবিধ দুষ্কর্ম তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এই সম্প্রদায় এমন এক ধরনের বিকৃত যৌনাচার করত, যা ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। এই বিকৃত যৌনাচার হল পুংমৈথুন বা সমকাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾

স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি (Al-Qurān, 29:28)।

ইমাম তাবারী রহ. উপর্যুক্ত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এর দ্বারা বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সমকামিতা শুরু করে লূত সম্প্রদায় (Al-Ṭabarī 1997, 8/646)। জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট ও হঠকারী এই কওমের হেদায়তের জন্য আল্লাহ লূত (আ.) কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে এই বিকৃত যৌনাচার থেকে বিরত থাকতে বললেন এবং আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না, তাকে নবী হিসেবে মানতে অস্বীকার করলো এবং বিকৃত যৌনাচার চালিয়ে গেলো।

### বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমকামিতা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসহ গোটা পৃথিবীতে আজ এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ নির্লজ্জ ও জঘন্য কাজের প্রতি সামাজিক স্বীকৃতি ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আদায়ের লক্ষ্যে রীতিমত আন্দোলন চলছে। ২০০১ সালে নেদারল্যান্ডে প্রথম সমলিঙ্গের বিয়েকে আইনগত বৈধতা দেয়ার পর তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকাসহ পৃথিবীর প্রায় ৭০টি দেশ। ২০১১ সালে জাতিসংঘের

১. কওমে লূত-এর বর্ণিত ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে 'বাহরে মাইয়্যেত বা 'বাহরে লূত' অর্থাৎ 'মৃত সাগর' বা লূত সাগর নামে খ্যাত, যা ফিলিস্তিন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে। যেটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বেশ নীচু। এর পানিতে তৈলজাতীয় পদার্থ বেশি। এতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'মৃত সাগর' বা 'মরু সাগর' বলা হয়েছে। সাদূম উপসাগর বেষ্টক এলাকায় এক প্রকার অপরিচিত বৃক্ষ ও উদ্ভিদের বীজ পাওয়া যায়, যেগুলো মাটির স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে আছে। সেখানে শ্যামল-তাজা উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যার ফল কাটলে তার মধ্যে পাওয়া যায় ধূলি-বালি ও ছাই। এখানকার মাটিতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। Natron ও পেট্রোল তো আছেই। এই গন্ধক উল্কা পতনের অকাট্য প্রমাণ (Rahim 2003, 258)।



'হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল'ও সমকামিতার পক্ষে একটি সনদ পাশ করে (Nayadiganta, 26 March, 2013)। কানাডায় সর্বপ্রথম সমকামীদের অধিকারের বিষয়টা সামনে আসে ১৯৬৫ সালে। সেই ধারাবাহিকতা ধরে ২৮ জুন ২০০৫ সালে পার্লামেন্ট ১৫৮ ভোটে বিলটি পাশ করে, যার বিপক্ষে ১৩৩ ভোট পড়ে। সি-৪৮ নামের বিলটি আসলে বিবাহের চিরাচরিত সংজ্ঞা পরিবর্তন করে নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। যাতে বলা হয়েছে - Marriage, for civil purposes, is the lawful union of two persons to the exclusion of all others (Hogg 2007, 712).

সমকামীদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ফ্রান্স ঐতিহ্যগতভাবেই উদার এবং ইউরোপ ও সারা বিশ্বের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে (Steenhuysen 2010)। যদিও প্রাচীন যুগে ফ্রান্সে সমকামিতাকে একটি বড় ধরনের অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হত এবং এটার সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, কিন্তু ১৭৯১ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময় সকল 'সডোমী আইন' (Sodomy শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পায়ুকাম) বাতিল করা হয়। ২০১৩তে একটি জরিপ নির্দেশ করে যে, ৭৭% ফরাসী মানুষ বলেন যে, সমকামিতাটা সমাজ দ্বারা সমর্থিত হওয়া উচিত, যেই সমর্থন করার প্রবণতাটা বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ। থাইল্যান্ডে সমকামিতা আইনগতভাবে বৈধ। ২০১৩ সালে 'ব্যাংকক পোস্ট' পত্রিকায় বলা হয় যে, থাইল্যান্ড সমকামী যুগলদের জন্যে একটি ভালো পর্যটকবান্ধব জায়গা হলেও এ সম্পর্কে দেশটির আইন এবং সমাজের মানুষের মন-মানসিকতা অতটা উদার নয়। 'আঞ্জারী' হচ্ছে থাইল্যান্ডে সমকামিতার পক্ষ নিয়ে কাজ করা একটি সংগঠন। সমকামীদের অধিকারের ক্ষেত্রে ইসরায়েল পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সেরা। ১৯৮৮ সালে দেশটিতে সমকামিতা আইনগতভাবে বৈধতা পায়; তবে ১৯৬৩ সালে উচ্চবিচারালয় সিদ্ধান্ত নেয় যে, সডোমী আইন আর কার্যকর থাকবে না। ১৯৯৪ সালে সমকামী যুগলদের বিয়ে ছাড়াই একত্রবাসের অনুমতি দেয় ইসরায়েল এবং এশিয়ার মধ্যে এ ধরনের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ইসরায়েলই প্রথম। তবে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়াসহ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মুসলিম দেশগুলোর কোনটিতেই সমকামিতা সামান্য বৈধতা দেয়া হয়নি। কিন্তু পাশ্চাত্যের সমকামিতার বিষবাষ্প গোটা মুসলিম বিশ্বকেও আক্রান্ত করছে। বাংলাদেশও এর থেকে মুক্ত নয়।

পশ্চিমাদের জীবনে যৌনতার যে মহামারি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার বিষবাষ্প গোটা পৃথিবীকেই আক্রান্ত করছে। সমকামীদের যৌন বিপ্লবের মূল স্লোগান 'প্রাপ্তবয়স্কের সম্মতি' নীতির ভিত্তিতে দাবি তুলল যে, সমকামিতাও হতে পারে যে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা। প্রকাশ্যে তারা চ্যালেঞ্জ করল সমাজের মূল্যবোধকে। আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে তারা এই বিতর্কে অবতীর্ণ হলো যে, সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষমূলক এ আচরণের পেছনে একমাত্র দায়ী হলো ধর্মীয় রক্ষণশীলতা। আর একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনে কখনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সমকামিতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবাধ যৌনাচার, ব্যভিচার, সমকামিতা এতটাই সিদ্ধ হচ্ছে যে, আমাদের মুসলিম জাতিসত্তাকে নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে। সমকামীদের সংগঠন 'বয়েজ অব বাংলাদেশ' (বিওবি) এবং তাদের একটি ম্যাগাজিন 'রূপবান'-এর উদ্যোগে সারা দেশে ৬০০ সমকামী ও উভয়কামী পুরুষ ও নারীর ওপর চালানো নজিরবিহীন জরিপটির ফলাফল ২০১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রকাশ করা হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সবার বয়স ছিল ৪৮ বছরের ওপর। এই জরিপের উদ্যোক্তারা জানান, এই জরিপের ৬৬% উত্তরদাতা জানান যে, সম্পর্ক তৈরীর ক্ষেত্রে তারা সমলিঙ্গের বিয়ে চান। অন্যদিকে ৩৩% উত্তরদাতা জানান, সামাজিক অনুশাসন ও ভ্রুকুটির কারণে তারা ভিন্নলিঙ্গের মধ্যে বিয়েতেও রাজি। জরিপে বলা হয়েছে, ৫৯% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তারা সমাজ জীবনে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। ৫২% জানিয়েছেন, বৈষম্য ও হেনস্তার মুখে তারা দেশ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক। ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব পাবলিক হেলথের' ডিন সাবিনা ফাইয রশীদ বলেছেন, বাংলাদেশে গে (Gay) এবং (Lesbian) লেসবিয়ান জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজের মূল অংশের দৃষ্টিভঙ্গি আগের চেয়ে কিছুটা বদলেছে। তিনি বলেন, এখন মানুষ অনেক খোলামেলাভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন (BBC Bangla, 18 December, 2014)। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় বাংলাদেশে সমকামীদের কর্মতৎপরতা বেশ লক্ষণীয়। বিগত ১লা জানুয়ারি ২০১০ খ্রি. ডেইলি স্টার পত্রিকায় 'আইসিডিডিআরবি' নামক একটি সংস্থা বাংলাদেশে সমকামিতা প্রসারের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা ও এনজিও নিয়োগ করতে চাচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে যে, এই প্রজেক্টে যে অর্থ ব্যয় হবে তা গ্লোবাল ফান্ড নামক সংস্থা বাংলাদেশ সরকারকে দান করেছে। এই প্রজেক্টের ১৫০ কোটি টাকা 'আইসিডিডিআরবি' পরিকল্পনা মতে পুরুষে-পুরুষে যৌনকর্মের সরঞ্জাম ক্রয় করতে এবং বাংলাদেশে আমেরিকার মত পুরুষে পুরুষে বিবাহ আইনগতভাবে বৈধতা দানের আন্দোলনে ব্যয় হবে। এই অর্থ ব্যয়ে ৬৫টি ড্রপ ইন সেন্টার নামক সমকামিতা কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হবে। উপরিউক্ত কাজগুলো আইসিডিডিআরবির কর্তা ব্যক্তিরা বাংলাদেশের সমকামী ও হিজড়া সমকামীদের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এনজিওর মাধ্যমে করাবে বলে ঠিক করে রেখেছে। আরটিভিতে প্রচারিত হয় ঈদের নাটক 'রেইনবো।' সমকামে উৎসাহমূলক এ নাটকটিতে দেশের বিপদগামী সমকামীদের বিকৃতরুচি ও সমলিঙ্গের সাথে তাদের যৌনসঙ্গমকে সুস্পষ্টভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। গ্রামীণফোনের আর্থিক স্পন্সরে নাটকটি প্রচারের পর থেকে অনলাইন-অফলাইনে সমালোচনার ঝড় চলছে। এদিকে গত ১৯ মে, ২০১৭ রাজধানী ঢাকার সন্নিকটে কেরানীগঞ্জে ২৭ জন সমকামীকে আটক করেছে পুলিশের বিশেষ বাহিনী র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। র‍্যাব ১০'র অধিনায়ক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন মাতুব্বার বিবিসিকে জানিয়েছেন, কেরানীগঞ্জের আটিবাজার এলাকায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু তরুণ একটি কমিউনিটি সেন্টারে জড়ো হয়। গতরাতেও তারা সেখানে জড়ো



হয়েছে, এমন খবর পেয়ে র‍্যাব সদস্যরা কমিউনিটি সেন্টারটি ঘেরাও করে। র‍্যাব ১০'র অধিনায়ক জানান, 'তাদের নিকট কিছু মাদক পাওয়া গেছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে যে, তারা সমকামিতার সাথে জড়িত। তাদের কাছ থেকে সমকামিতার কাজে ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র যেমন: কনডম, লুব্রিকেটিং জেল আটক করা হয়েছে।' যাদের আটক করা হয়েছে তাদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এবং এদের বেশিরভাগই ছাত্র (BBC Bangla, 19 May, 2017)।

## বিভিন্ন ধর্মে সমকামিতা

বিভিন্ন ধর্মদর্শন ও সভ্যতায় সমকামিতা প্রসঙ্গটি কমবেশি আলোচিত হয়েছে। বাইবেলে সমকামিতার আলোচনা তেমন ব্যাপক না হলেও আংশিক যা এসেছে তা হলো, সমকামিতা এক ধরনের পাপ। ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া এবং তাকে অস্বীকার করার ফলস্বরূপ সমকামিতার শাস্তি দেয়া হয়েছে। ঈশ্বর সমকামিতার মনোভাব দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেননি। পবিত্র বাইবেল বলেছে, লোকেরা পাপের কারণে সমকামী হয় (Adi Pustok, 19:1-13)। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, মোঘল চিত্রকর্ম ও অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, ইতিহাসের আদিকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে সমকামিতা বিরাজমান ছিল। ইব্রাহিমীয় ধর্মের সকল শাখাতেই সমকামিতাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া হাদীসে সডোমি অর্থাৎ পুংমৈথুনকারী বা পুংপায়ুকামী ও সমকামী ব্যক্তিদেরকে হত্যা করার নির্দেশ এসেছে। হিন্দু ধর্মে সমকামিতার প্রচলন লক্ষ করা যায়। দেবতা বিষ্ণু ও মহাদেব শিবের হরিহররূপে মিলন এর সবচেয়ে প্রচলিত উদাহরণ। দেবতা বিষ্ণু মোহিনী বেশ ধারণ করে শিবকে আকৃষ্ট ও কামাতুর করে এবং চূড়ান্ত ফলস্বরূপ তাদের দৈহিক মিলন ও যৌনসঙ্গম ঘটে। ফলশ্রুতিতে রোহিনীবেশধারী বিষ্ণু গর্ভবতী হন এবং অয়ুপ্পান নামে একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেন। এছাড়াও অষ্টাবক্র, শিখন্ডী, বৃহন্নলা নামক হিন্দু পৌরানিক চরিত্রসমূহের ইতিহাসও সমকামিতার প্রত্যক্ষ চিহ্ন বহন করে। হিন্দু ধর্মের গ্রন্থগুলোতে সমকামিতার কিছু অদ্ভুত শাস্তি দেয়া হয়েছে। আবার শাস্তির বিচার করলে দেখা যায়, মেয়ে-মেয়ে সমকামিতার শাস্তি পুরুষে-পুরুষে সমকামিতার শাস্তির চেয়ে বেশি। মনুসংহিতার আইনে উল্লেখ আছে, 'যদি কোন বয়স্কা নারী অপেক্ষাকৃত কম বয়সী নারীর (কুমারীর) সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে বয়স্কা নারীর মস্তক মুণ্ডন করে দুটি আঙ্গুল কেটে গাধার পিঠে চড়িয়ে ঘোরানো হবে (Manusmriti 1999, 8:370)।' প্রাচীন যুগে হেরোডোটাস, প্লেটো, জেনোফোন, অ্যাথেনেউস ও অন্যান্য লেখকদের রচনা থেকে প্রাচীন গ্রিসে সমকামিতা প্রসঙ্গে নানা তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রিসে বহুল প্রচলিত ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সমকামী যৌনসম্পর্কটি ছিল পেডেরাস্টি বা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও সদ্যকিশোর বা পূর্ণকিশোর বালকদের মধ্যকার যৌনসম্পর্ক। তবে নারী-সমকামিতাও যে স্যাফোর যুগ থেকে গ্রিসে প্রচলিত ছিল, তা জানা যায় (OCD 2014, 720-723)।

### স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমকামিতা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে সমকামিতা একটি ঘৃণিত কাজ হিসেবে যেমন পরিচিত, তেমনি নৈতিক বিবেচনায় এটি অত্যন্ত কদর্যপূর্ণ আচরণ। এটি ব্যক্তির মনোজগতে যেমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তেমনি স্বাস্থ্যের উপর পরে সুদূরপ্রসারী ক্ষতির প্রভাব। এক পর্যায়ে সমকামী ব্যক্তি হারিয়ে যায় অপমৃত্যুর অন্ধকারে। সমকামীদের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক রোগ-ডিপ্রেশন, ড্রাগ এবিউজ, আত্মহত্যার প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের জেনারেল সাইকিয়াট্রি আর্কাইভ ২০০০ ইস্যু থেকে জানা যায়, সমকামিতা এবং আত্মহত্যা ও অন্যান্য মানসিক সমস্যাগুলোর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ব্যাগলে ও ট্রেম্বলের রিসার্চ থেকে দেখা যায়, সমকামী ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বিষমকামীদের থেকে নিম্নপক্ষে ২ গুণ এবং উচ্চপক্ষে ১৩.৯ গুণ বেশি। কানাডায় বছরে যে কটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে তার মধ্যে ৩০% আত্মহত্যাকারী সমকামী (Bagley, 1997)।

### সমকামীদের অপরিণামদর্শী হঠকারী ও বেপরোয়া যৌনপ্রবৃত্তি ও যৌনাচরণ

সমকামীদের মধ্যে অপরিণামদর্শী হঠকারী ও বেপরোয়া যৌনপ্রবৃত্তি ও যৌনাচরণের প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত 'এইডস এট ২০" নামক ফিচারের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তারা সাধারণ বিষমকামী জনগোষ্ঠী থেকে অনেক বেশি যৌনতাড়িত এবং মাত্রাতিরিক্ত যৌনাবেগের বশবর্তী হয়ে ভালমন্দ চিন্তা না করেই কনডমবিহীন অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হন, লিপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন এইডস আক্রান্ত হলে অন্যজনে তা সংক্রমিত হয়। এমনকি সমকামী ব্যক্তিদের কেউ কেউ চরমভাবে ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারাসম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন, নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, এক এইডস আক্রান্ত সমকামী ব্যক্তির মধ্যে অন্যতে এইডস সংক্রমিত করার জন্য কোন খেদ বা অনুতাপ নেই । অন্যান্য রিপোর্টেও দেখা যায়, সমকামী ব্যক্তিদের মধ্যে উন্নাসিকতা অত্যন্ত বেশি। ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষতি নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। আমেরিকার সিয়াটলে করা ১৯৯৮ সালের একটি স্টাডিতে দেখা যায়, সমকামী ব্যক্তিদের এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই এবং ১০ বছরের আগে পরে এই কনডমবিহীন অবাধ যৌনাচারের হার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশ্চাত্যের গে সার্কিট পার্টি একটি কমন ব্যাপার, সেখানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, পার্টিতে উপস্থিত ব্যক্তিদের ১৭% এর আগে থেকেই এইডস ছিলো, ১০% ব্যক্তিরা এইডস আক্রান্ত হয়েছে, ২/৩ অংশ ওরাল বা অ্যানাল সেক্সে অংশগ্রহণ করেছে এবং ২৮% কনডম ব্যবহার করেনি, ৫৭% সাইকোএকটিভ ড্রাগ ব্যবহারের কথা স্বীকার করেছে এবং ৯৫% ব্যবহারকারী এর আগে বিভিন্ন গে-পার্টিতে ড্রাগ ব্যবহার করেছে বলে জানিয়েছে। গবেষকগণ ড্রাগ ব্যবহার এবং অ্যানাল সেক্সের মধ্যে একটি সরাসরি আন্তঃসম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তাছাড়া সমকামীদের মধ্যে ধূমপায়ী ও মদ্যপানকারীর হারও বিষমকামীদের অপেক্ষা যথাক্রমে ১.৩-৩ গুণ ও ১.৪-৭ গুণ বেশি। আমেরিকার সাউদার্ন স্টেটগুলোর নারী



সমকামীদের ৭৮% ধূমপায়ী। সমকামীদের মধ্যে ড্রাগ এবিউজের হার বিষমকামী হতে নিদেনপক্ষে ১.৬ গুণ থেকে ১৯ গুণ বেশি। সমকামীদের মধ্যে বিষণ্ণতার হার বিষমকামীদের থেকে কমপক্ষে ১.৮ থেকে ৩ গুণ বেশি (Bagley, 1997)।

### সমকামীদের স্বল্পায়ু জীবন

শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সমকামীদের মধ্যে প্রকট, তারই আরেক ফলাফল তাদের স্বল্পায়ু জীবন। কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের একটি এপিডেমিওলজিকাল স্টাডি থেকে জানা যায়, ১৯৮৭-১৯৯২ পর্যন্ত এইডসজনিত মৃত্যুগুলোর মধ্যে সমকামী ও উভকামীরা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং তাদের গড় আয়ু ২০ বছর হ্রাস পেয়েছে।

উল্লেখ্য, সিগারেটের কারণে এই গড় আয়ু ১৩.৫ বছর হ্রাস পায়, অর্থাৎ সমকামিতা ধূমপানের থেকেও অধিকতর জীবনঘাতী। স্টাডিতে বলা হয়, জনসংখ্যার ৩% সমকামী ও উভকামী হলে, ২০ বছর বয়সী সমকামী/উভকামী কিশোরের ৬৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনা মাত্র ৩২%, যেখানে বিষমকামীদের ক্ষেত্রে সেটি ৭৮%। আয়ু কমে যাওয়ার এই বিষয়ে ১৫-২০% আনরিপোর্টেড এইচআইভি কেস সংযোজিত হলে সমকামী ও উভকামীদের গড় আয়ু ২০ বছরেরও বেশি দাঁড়ায়। তাছাড়া আত্মহত্যা এবং যৌনরোগজনিত মৃত্যুর বিষয়ে এতে অন্তর্ভুক্ত হলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সমকামীদের আয়ুষ্কাল অত্যন্ত স্বল্প এবং এ সকল কারণে রিপোর্টে উল্লেখিত গড় আয়ু হ্রাস প্রকৃতপক্ষে ২০ বছর নয়, বরং আরো অনেক বেশি (Hogg & Strathdee 1997, 659)।

### সমকামিতার প্রকৃতি

শারীরিক ক্ষতিসাধনে সমকামী পুরুষদের যৌনসঙ্গমের প্রকৃতি চরমভাবে দায়ী। কেননা, এই যৌনাচরণ শুধু সক্রিয়/পরোক্ষ নয়, পেনাইল-অ্যানাল, মাউথ-পেনাইল, হ্যান্ড-অ্যানাল এমনকি মাউথ-অ্যানাল সম্পর্ক খুবই স্বাভাবিক। মাউথ-অ্যানাল সম্পর্ক আন্ত্রিক জীবাণুর মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি করতে খুবই সহায়ক। মলাশয়ে ক্ষত থেকে শরীরের ভেতরে জীবাণু প্রবেশ করে, এবং অ্যানো-জেনিটাল সিফিলিটিক আলসারের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ গবেষক উইলকক্স বলেন- "Male homosexual behaviour is not simply either 'active' or 'passive,' since penile-anal, mouth-penile, and hand-anal sexual contact is usual for both partners, and mouth-anal contact is not infrequent. Mouth-anal contact is the reason for the relatively high incidence of diseases caused by bowel pathogens in male homosexuals. Trauma may encourage the entry of micro-organisms and thus lead to primary syphilitic lesions occurring in the anogenital area. In addition to sodomy, trauma may be caused by foreign bodies, including stimulators of various kinds, penile adornments, and prostheses (Hogg & Strathdee 1997, 659)."

ক্ষত যে শুধু লিঙ্গের প্রবেশের মাধ্যমেই হবে তা নয়, সেটি ডিলডো/পেনাইল এডোর্নমেন্ট/প্রোস্থেসেসের মাধ্যমে হতে পারে এবং বিষমকামী ব্যক্তিরা এসব ব্যবহার করলেও সমকামী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এসব ব্যবহারের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

সমকামী ব্যক্তিদের সমকামী সম্পর্কের প্রধান রুট অ্যানো-জেনিটাল রুট, একে বলা হয় sine qua non of sex for many gay men অর্থাৎ এটি সমকামী সম্পর্কে অপরিহার্য। হিউম্যান ফিজিওলজী থেকে এটি স্পষ্ট যে, মানবদেহ এই সম্পর্কের জন্য তৈরি বা পরিকল্পিত নয়। লিঙ্গের জন্যই যোনী, লিঙ্গের জন্য মলাশয় নয়। যোনী যৌনসঙ্গমের জন্য স্পেশালি তৈরি, যোনীর অভ্যন্তরে ন্যাচারাল লুব্রিকেন্ট ও তিন লেয়ার বিশিষ্ট পুরু এবং স্থিতিস্থাপক মাসল থাকার কারণে একটি লিঙ্গ ঘর্ষণ এড়িয়ে ও রক্তপাত না ঘটিয়ে সহজেই যোনীতে ঢুকে যেতে পারে। কিন্তু মলাশয় একটি অত্যন্ত নাজুক অঙ্গ, মলাশয়গাত্র একেবারেই পাতলা ও কমনীয় যেটির শুধুমাত্র "এক্সিট-অনলি" বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একটি লিঙ্গ মলাশয়ে সহজেই ঢুকে যেতে পারে না, সরু ছিদ্রের কারণে তাকে প্রেসার দিয়ে ঢোকাতে হয় এবং মলাশয়গাত্রে মাত্র একস্তরবিশিষ্ট লেয়ার থাকার ফলে ঢোকাতে যেয়ে প্রায়শই রক্তপাত হয়, যেখান থেকে বিভিন্ন রোগের জীবাণু সরাসরি রক্তপ্রবাহে চলে আসে। মলাশয়ে বারবার গর্ষণের ফলে সৃষ্ট ক্ষত ও লিঙ্গ প্রবেশের কারণে সৃষ্ট মলাশয় ছিদ্রের প্রসারণের কারণে স্ফিংকটার তার স্বাভাবিক টোন এবং টাইট সিল বৈশিষ্ট্যটি হারায়। উপরন্তু, অ্যানো-জেনিটাল যৌনসঙ্গমের কারণে ফিকার ম্যাটেরিয়ালের নিঃসরণও ক্রমাগত বা ক্রনিক আকার ধারণ করে (Witkin and Sonnabend 1983, 340-341)।

অ্যানাল সেক্স যে অপকারী সে সম্পর্কে নামকরা সেক্সোলজিস্ট আভা ক্যাডেল বলেছেন- Unprotected oral sex carries less risk for the transmission of STD's than unprotected intercourse or anal sex does, অ্যানাল সেক্স, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজের জন্য অন্য পন্থার সেক্স অপেক্ষা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ (Chowdhuri 2011)।

**অ্যানাল সেক্সের কারণে সমকামীদের মধ্যে যে রোগ সৃষ্টি হয়**

১) এইচআইভি এইডস ২) সিফিলিস ৩) গনোরিয়া ৪) হার্পিস সিমপ্লেক্স ৫) ভাইরাল হেপাটাইটিস টাইপ বি ও সি ৬) ক্ল্যামিডিয়া ইনফেকশন ৭) অ্যানাল ক্যান্সার ৮) ক্রিপ্টোস্পোরিডিওসিস ৯) আইসোস্পোরিয়াসিস ১০) মাইক্রোস্পোরিডিওসিস ১১) জিয়ার্ডিয়া ল্যাম্বলিয়া ডিজিজ ১২) স্কিন ও অ্যানো-জেনিটাল ওয়ার্ট ১৩) হেপাটাইটিস এ ১৪) এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকাজাত এমিবিয়াসিস ১৫) শিগেলোসিস ১৬) সালমোনেলোসিস ১৭) পেডিকুলোসিস ১৮) স্ক্যাবিস ১৯) ইনফেকশাস মনোনিউক্লিওসিস ২০) ক্যাম্পাইলোব্যাক্টেরিওসিস ২১) মেনিন জাইটিস ও মেনিঞ্জোকক্কেমিয়া ২২) হুক ওর্ম। এছাড়া অন্যান্য রোগের মধ্যে রয়েছে- ক) হেমোরয়েড (পাইলস) খ) অ্যানাল ফিসার গ) অ্যানোরেকটাল ট্রামা ঘ) রিটেইন্ড



ফরেইন বডিজ ইত্যাদি যেগুলো অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যানাল যৌনসংসর্গ। আমেরিকায় সিয়াটল প্রদেশের কিং কান্ট্রিতে ৮৫% সিফিলিস আক্রান্ত ব্যক্তি সমকামী যৌনসম্পর্কে লিপ্ত (Lgbt Health Channel 2006)।

**সমকামীদের যৌন স্বেচ্ছাচারিতা**

এইডস এপিডেমিক আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ১৯৭৮ সালের এক স্টাডি থেকে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫% শ্বেতাঙ্গ পুরুষের ১০০+ সমকামী সঙ্গী রয়েছে, ১৫% পুরুষের ১০০-২৪৯ জন, ১৭% পুরুষের ২৫০-৪৯৯ জন, ১৫% পুরুষের ৫০০-৯৯৯ জন এবং ২৮% পুরুষের ১০০০+ জন সমকামী সঙ্গী রয়েছে। এইডসের কারণ ও রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো জানার পর থেকে এই যৌন স্বেচ্ছারিতার হার বেশ পরিমাণে হ্রাস পায়; কিন্তু ইদানীং কিছু সাইকিয়াট্রিক ও সাইকোলজিক এ্যাসোসিয়েশনের ভুল প্রচারের কারণে সেই সচেতনতা আবার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। কেননা, এই এ্যাসোসিয়েশনগুলো একদিক থেকে সঠিক হলেও বৃহত্তর দিক থেকে ভুল, সমকামিতা মানসিক বিকৃতি বলে যেই ধারণাটি প্রচলিত রয়েছে সেটি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই এই এ্যাসোসিয়েশনগুলো প্রচার করেছে যে, সমকামিতা মানসিক বিকৃতি নয়; তবে তারা সমকামিতার মেডিক্যাল ক্ষতির কারণগুলো সম্পর্কে কিছুই বলেনি, যেহেতু তারা মেডিসিন বা সেক্স স্পেশালিস্ট নয়। এই অসম্পূর্ণ প্রচারের কারণে মানুষের মধ্যে এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, যেহেতু এটি মানসিক বিকৃতি নয়, সেহেতু এটি করতে দোষের কি? অর্থাৎ, মেডিক্যাল ক্ষতির কারণগুলো বিশ্লেষণ না করেই সমকামিতা কোন মানসিক বিকৃতি নয়-এমনটি প্রচার করার মাধ্যমে সমকামিতার মত ক্ষতিকর বিষয়কেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভূত ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, যে কোন ডিগ্রীর প্রমিস্কুইটি বা যৌন স্বেচ্ছাচারিতা প্রধান কারণ। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের হিসেব অনুযায়ী, ৬৫ মিলিয়ন মার্কিনী জনগোষ্ঠী অনারোগ্য যৌনরোগে আক্রান্ত।

**সমকামিতা এবং কপ্রোফিলিয়া (মলমূত্র দেখে বা সংস্পর্শে যৌনতা)**

কপ্রোফিলিয়া হলো এমন একটি অস্বাভাবিক যৌনাচরণ, যেখানে ব্যক্তি মলমূত্র দেখে বা মলমূত্রের সংস্পর্শে এসে যৌনানন্দ লাভ করে। ফিনল্যান্ডের একটি সার্ভে থেকে জানা যায়, ১৮% বিষমকামী এবং ১৭% সমকামী এই অস্বাভাবিক যৌনাচারে লিপ্ত। যেহেতু জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ সমকামী, সুতরাং আনুপাতিক বিচারে এই ১৭% অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে অ্যানাল-ওরাল এবং অ্যানো-জেনিটাল সম্পর্কিত সকল প্রকার ঝুঁকির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে (Jay & Young 1979, 554-555)।

**সমকামিতা এবং ফিস্টিং (মলাশয়ে হস্ত প্রবেশন)**

ফিস্টিং বলতে বোঝানো হয় হাত বা কলাচী (ফোরআর্ম) মলাশয়ছিদ্র দিয়ে মলাশয়ের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে যৌনাভূতি বা যৌনপুলকের উদ্রেক ঘটানো। এটি অ্যানাল ইন্টারকোর্স থেকে অধিকতর ড্যামেজিং, এতে অ্যানাল টিয়ার বা মলাশয়ের মাসল

ছিড়ে যেতে পারে এবং অ্যানাল স্ফিংকটার অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। ফিস্টিং মলাশয়ে প্রদাহ, ব্যথা এবং ইনফেকশনের জন্য চরমভাবে দায়ী। একটি সার্ভেতে দেখা যায় ২২% সমকামী ফিস্টিংয়ে লিপ্ত (Ibid)।

**সমকামিতা এবং স্যাডিজম (ধর্ষকাম)**

ধর্ষকাম একটি অস্বাভাবিক ও বর্জনীয় যৌনাচরণ, যেটিতে ব্যক্তি তার যৌনসঙ্গীর সঙ্গে মারধোর করে, কষ্ট দিয়ে এবং নির্দয় আচরণ করে যৌনানন্দ বা যৌনপুলক লাভ করে। ৩৭% সমকামী এই অস্বাভাবিক যৌনাচারে অভ্যস্ত।

**লেসবিয়ানিজম বা নারী সমকাম**

নারী সমকামীদের ক্ষেত্রেও নারী বিষমকামীদের থেকে যৌনরোগসহ বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বেশি। তবে লেসবিয়ানিজম নিয়ে তথ্য উপাত্ত প্রয়োজনের তুলনায় বেশ অপ্রতুল। কেননা, লেসবিয়ানদের সংখ্যা হোমোসেক্সুয়ালদের থেকে কম এবং নারীঘটিত বিষয় বলে এটি নিয়ে তেমন গবেষণা করা হয়নি। আরেকটি বিষয় হলো লেসবিয়ানদের বিশাল অংশ উভকামী। অস্ট্রেলিয়ায় এক রিসার্চে দেখা গেছে এটি ৯৩%, তাই প্রকৃত লেসবিয়ান কারা এবং লেসবিয়ানিজমের কারণে যৌনরোগ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা সেটি নিরূপণ দুরূহ। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উভকামী লেসবিয়ান জনগোষ্ঠীর অনেক পুরুষ সঙ্গী রয়েছে বলে দেখা গেছে। রিসার্চে দেখা গেছে, হোমোসেক্সুয়াল/উভকামী/আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার পুরুষের সঙ্গে লেসবিয়ান নারীদের যৌনসংসর্গের হার বিষমকামী নারীদের যৌনসংসর্গের থেকে ৩-৪ গুণ বেশি। এছাড়াও দেখা গেছে যে সমকামী নারীদের মধ্যে এইডসের জন্য হাই রিস্ক ফ্যাক্টর কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রবণতা বেশি। যেমন- ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ এবিউজ, পতিতাবৃত্তি, উভকামী সাধারণ ও ড্রাগ এবিউজার পুরুষদের সঙ্গে যৌনসংসর্গ।

**সমকামীদের মধ্যে মাল্টিপল যৌনসঙ্গীর হার অনেক বেশি**

সমকামীদের মধ্যে সেক্সুয়াল ফিডেলিটি বা যৌনবিশ্বস্ততার বোধই জন্ম নেয় না। কেননা, তাদের মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খল গ্রুপ বা কমিউনিটি সেক্স প্রচলিত এবং বিবাহের কনসেপ্ট হালে মাত্র কয়েক বছর ধরে শুরু হয়েছে। আর সমকামী সম্পর্কে সন্তান উৎপাদনের বিষয়টি নেই বলে বিবাহ একেবারেই তাৎপর্যবিহীন। সেক্স ইন আমেরিকা শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায়, ৯৪% বিবাহিত দম্পত্তি এবং ৭৫% সহবাসী দম্পত্তিদের মধ্যে যৌনবিশ্বস্ততা রয়েছে। সমকামীদের যৌন সেচ্ছাচারিতার প্রমাণ পাওয়া যায় এক লেসবিয়ান সমালোচকের মন্তব্যে। বর্তমানে সমকামে যৌনবিশ্বস্ততাহীন মনোগ্যামির কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে অনেক সমকামীই মনোগ্যামিতে বিশ্বাসী নয়, তাদের প্রাইমারি পার্টনার সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। একটি স্টাডি রিপোর্টে দেখা গেছে, সার্কিট পার্টির ৪৬% সমকামীরা কাপল হিসেবে অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ২৭% কাপলদের কেউ না কেউ একাধিক ব্যক্তিদের সঙ্গে যৌনসম্পর্কিত অর্থাৎ তাদের মাল্টিপল সেক্স পার্টনার রয়েছে । আবার এই ৬৬% কাপল তাদের প্রাইমারি



সঙ্গীর বাইরে অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গেও যৌনাচারে লিপ্ত এবং পাঁচ বছর সম্পর্কটি স্থায়ী হলে (অনেক ক্ষেত্রেই হয়না) ৬৬% বেড়ে ৯০% এ গিয়ে দাঁড়ায়। আরো দেখা গেছে, মাত্র ১৫% সমকামী পুরুষ কাপল এবং ১৭.৩ সমকামী নারী কাপলদের যৌনসম্পর্ক ৩ বছরের বেশি স্থায়ী হয়েছে। অর্থাৎ, সমকামী সম্পর্ক বলতে গেলে স্থায়ী হয়ই না, তাই অধিকাংশ সমকামীদের বিবাহও কাঁঠালের আমসত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয় (Paglia, June 1998)।

**সমকামিতা এবং এইডস**

এইডসের অন্যতম প্রধান রিস্ক ফ্যাক্টর স্বেচ্ছাচারী সমকামী যৌনসম্পর্ক। হুভারের স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্টাডি থেকে জানা যায়, ২০ বছরের একজন সমকামী কিশোরের ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে এইডস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৫০%। ২০০৬ সালের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল ও প্রিভেনশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকার জনসংখ্যা ২% সমকামী এবং ৫৩% নতুন এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিরা সমকামী, ২০০৩ সালে এই হার ছিলো ৬৩%। ১৯৯৮ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, ৫৪% নতুন এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিরাই সমকামী এবং এদের ৯০%ই সমকামী যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে এইডস আক্রান্ত হয়েছে। ২০০৪ সালের ক্লিনিক্যাল ইনফেকশাস ডিজিজ জার্নালে ড. ক্লুজনার, রবার্ট কোহন, চার্লোট কেন্ট অভিমত দেন যে, সমকামীদের মধ্যে গনোরিয়া, সিফিলিস, সাইটোমেগালো ভাইরাস সংক্রমণ, হার্পিস, ক্ল্যামিডিয়া, লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরাম ও এমিবিয়াসিস অত্যন্ত বেশি এবং প্রোকটাইটিস নামক রোগটির অন্যতম কারণ এই রোগগুলো। তারা আরো বলেন, প্রোকটাইটিস ও গে-বাওয়েল সিন্ড্রোমের সাথে এইডসের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একই কথা মেডস্কেপের মার্চ ১৫, ২০০৪ এর আর্টিকেল-নিউ লুক এট গে বাওয়েল সিন্ড্রোমে প্রকাশিত হয়। লাইফসাইট নিউজের আগস্ট ২০০৯ রিপোর্টে সিডিসি'র শীর্ষ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলা হয়, সাধারণ জনগোষ্ঠীর চেয়ে সমকামী জনগোষ্ঠীর দ্বারা এইডস সংক্রমণের হার ৫০ গুণ বেশি (CDC Division of HIV/AIDS Prevention)। রয়টার্সের সেপ্টেম্বর ২০১০ রিপোর্টে দেখা যায়, প্রতি ৫ জন সমকামী ও উভকামী ব্যক্তির ১ জন এইডস আক্রান্ত এবং ৫০% জনসংখ্যা জানেই না যে তারা এইডস আক্রান্ত (Steenhuysen 2010)।

**সমকামিতা এবং সিফিলিস**

১৯৬২ সালে প্রোসিডিং অব দ্য রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিনে সমকামিতাকে বিভিন্ন যৌনরোগের আধার হিসেবে বলা হয় এবং সিফিলিসের সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্কটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। সাইবারকাস্ট নিউজ সার্ভিস সিডিসির দেওয়া তথ্য মোতাবেক জানায়, ২০০৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১২০০০ সিফিলিস কেসের মধ্যে ৬৫% আক্রান্ত ব্যক্তি সমকামী, যেটি সিফিলিসের বিস্তারে প্রাইমারি ড্রাইভার হিসেবে কাজ করছে। মার্কিন সরকারের তরফ থেকে বলা হয়, যেই সিফিলিস ১০ বছর আগে পাবলিক হেলথ থ্রেট হিসেবে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো, তা ২০০০ সাল থেকে

প্রতি বছরে আবারো বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমকামীদের মধ্যে সিফিলিস সংক্রমণের হার এইডস সংক্রমণের হারের চেয়েও বেশি এবং এই হার এপিডেমিক পর্যায়ের বলে ২০০৩ সালে জানা যায়। সানফ্রান্সিসকোতে সমকামী ব্যক্তিতে সিফিলিস সংক্রমণ এপিডেমিক পর্যায়ে (CDC, 1999)।

### সমকামিতা এবং গনোরিয়া

আমেরিকান এসোসিয়েশন অব ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের ২০০৬ সালের রিপোর্টে বলা হয়, শুধু সানফ্রান্সিসকোতেই গনোরিয়া সংক্রমণ আমেরিকার মোট সংক্রমণের অর্ধেকের বেশি এবং সমকামীদের মধ্যে এই সংক্রমণের হার বিষমকামীদের থেকে ১৫.৩% পর্যন্ত বেশি। ১৯৯১ সালের কানাডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন জার্নালে জানানো হয় যে সমকামীদের মধ্যে বিষমকামী অপেক্ষা গনোরিয়া সংক্রমণের হার ৩.৭% বেশি। সিডিসি পরিচালিত সারভিলেন্সে দেখা যায়, ফ্লুরোকুইনোলন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স সমকামীদের ক্ষেত্রে বিষমকামী অপেক্ষা ৮ গুণ বেশি। ২০০৪ সালে সমকামীদের ক্ষেত্রে রেজিস্টেন্সির কারণে উক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে মানা করা হয়। তবে বিষমকামীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু প্রদেশ ছাড়া এই রেজিস্টেন্স মাত্র ১.৩% (AAFP 2007)।

### সমকামিতা এবং ক্যান্সার

সমকামীদের মধ্যে ধূমপান ও মদ্যপানের হার সাধারণ জনগোষ্ঠী থেকে অত্যন্ত বেশি বলে ফুসফুস এবং যকৃতের ক্যান্সার হওয়ার হারও বেশি। অ্যানাল সেক্সে মলাশয়গাত্রে অতি সহজেই ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে এবং অ্যানাল রুট হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের জন্য একটি সহজপ্রবেশ্য রুট বলে অ্যানাল ক্যান্সারের হার সমকামীদের মধ্যে অত্যন্ত বেশি। নার্সিং ক্লিনিক অব নর্থ আমেরিকান জার্নালের জুন, ২০০৪ রিপোর্টে দেখা যায়, এইডস আক্রান্ত ৯০% সমকামী ব্যক্তিদের দেহে এবং এইডস ব্যতীত ৬৫% সমকামী ব্যক্তিদের দেহে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস রয়েছে যার মধ্যে এইচপিভি টাইপ ১৬ ক্যান্সারের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ প্রকরণ। সমকামীদের মধ্যে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসজাত অ্যানাল ক্যান্সারের ঝুঁকি বিষমকামীদের তুলনায় ১০ গুণ বেশি। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অ্যানাল ক্যান্সার হওয়ার ক্ষেত্রে সমকামীদের মধ্যে এই ঝুঁকি বিষমকামীদের তুলনায় ২০ গুণ বেশি (Melbye & Rabkin 1994. 779)।

### সমকামিতা এবং প্যারাসাইটিক ডিজিজ

২০০৬ সালে মেডিক্যাল জার্নাল অব অস্ট্রেলিয়াতে প্রকাশিত হয়, আন্ত্রিক প্যারাসাইটিক রোগের উচ্চহার সমকামীদের মধ্যে বেশি। এমিবিয়াসিস জাপানের সমকামীদের মধ্যে এন্ডেমিক এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মৃত্যুর জন্য দায়ী। এমিবিয়াসিসের কারণে কোলাইটিস ও লিভার এবসেসের মত রোগ সমকামী ও উভকামীদের মধ্যে বিষমকামী অপেক্ষা বেশি। তাইওয়ানের সমকামীদের মধ্যে এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা জীবাণুর ইন্টেস্টিনাল কলোনাইজেশন অত্যন্ত বেশি এবং



তারা ইনভ্যাসিভ এমিবিয়াসিসে দ্রুত আক্রান্ত হয়। ২০০৪ সালে জাপানে প্রকাশিত এপিডেমিওরজি এন্ড ইনফেকশন জার্নালে প্রকাশিত Present characteristics of symptomatic Entamoeba histolytics infection in the big cities of Japan জানা যায়, এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা আক্রান্ত ব্যক্তিদের ৫৬% সমকামী। ২০০১ সালে জাপানে প্রকাশিত ইন্টারনাল মেডিসিন জার্নালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকা এবং জাপান উভয় রাষ্ট্রেই এমিবিক সংক্রমণের পেছনে সমকামিতা একটি হাই রিস্ক ফ্যাক্টর এবং সমকামী জনগোষ্ঠীতে এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা ও ডিস্পারের আধিক্য দেখা গেছে।

### সমকামিতা ও হেপাটাইটিস এ বি সি

সিডিসির রিপোর্টে পর্যাপ্ত প্রোটেকশনবিহীন এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন সমকামী যৌনসংসর্গকে হেপাটাইটিস এ এবং বি-র জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নতুন হেপাটাইটিস এ এবং বি ইনফেকশনে সমকামীদের ১০ ও ১৫-২০% অংশ রয়েছে। Although the overall incidence of hepatitis A has declined in the United States over the past decade, frequent outbreaks continue to be reported among MSM সিডিসির রিপোর্টে বলা হয়- ১৯৮৮ সালের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের সার্ভেতে দেখা যায়, ২১% সমকামী জনগোষ্ঠী এবং ১৮% বিষমকামী জনগোষ্ঠী দ্বারা হেপাটাইটিস বি সংক্রমিত হয়েছে। সমকামী জনগোষ্ঠী যেহেতু মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ১-৩% সেহেতু আনুপাতিক বিচারে হেপাটাইটিস বি সংক্রমণের ক্ষেত্রে সমকামী যৌনসম্পর্ক নিশ্চিতভাবেই অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ (CDC, 1988)।

### ইসলামে সমকামিতার বিধান

যৌন উত্তেজনা পরিতৃপ্তির জন্য আল্লাহ্ তাআলা স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য বিপরীত লিঙ্গের সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান বা দেহাংশ রয়েছে। আর এ উদ্দেশ্যে কেবল তাই গ্রহণ করা কর্তব্য, উভয়ের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এ হচ্ছে সকলের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নিয়ামত। এ নিয়ামত গ্রহণ না করে, যারা এর বিপরীত সমমৈথুনে মনোযোগ দেয় তারা বাস্তবিকই আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমালংঘন করে, তারা মানবতার কুলাঙ্গার (Rahim 1983, 52)। কুরআনে এজন্যে কঠোর দণ্ডের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

﴿وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

তোমাদের মধ্যে যে দু'জন এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দেবে। যদি তারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় তবে তা থেকে নিবৃত্ত থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু (Al-Qurān, 4:16)।

হাদিসে এ অপরাধের দণ্ড হিসাবে বলা হয়েছে :

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.

যদি তোমরা কাউকে হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের গর্হিত অপকর্ম (অর্থাৎ সমকাম) করতে দেখ, তাহলে কর্তা ও যার সাথে এ কর্ম সম্পাদিত হয়- দুজনকেই হত্যা করবে (Abū Daūd 2005, 2031)।[২]

আবূ মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন,

إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان.

পুরুষ পুরুষের সঙ্গে সমকামে লিপ্ত হলে তারা উভয়ে ব্যভিচারী সাব্যস্ত হবে। তেমনি নারী নারীর সঙ্গে সমকামে লিপ্ত হলে তারা উভয়ে ব্যভিচারী সাব্যস্ত হবে (Al-Bayhaqī 1344H, 8/233)।

ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

اقتلوا الفاعل والمفعول به فى عمل قوم لوط..

লূতের কওমের মত কুকর্মে লিপ্ত উভয়কে হত্যা করে ফেল (Al-Tirmidī 1417H, 4/57; Aḥmad 1999, 2727)।

এ ব্যাপারে সকল ইমাম ও ইসলামিক স্কলার একমত যে, ইসলামী শরীয়াতের বিধানের আলোকে সমকামিতা হারাম ও গুরুতর অশ্লীল কাজ; বরং তা যেনার চাইতেও ভয়ংকর অপরাধ ও অশ্লীল কর্ম। আর এটি কবীরা গুনাহের অন্যতম। এটি হারামের বিষয়ে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং সমকামীকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। তবে সমকামীর দণ্ড প্রয়োগে প্রমাণ ও সাক্ষী কতজন লাগবে, শাস্তির ধরন কেমন হবে সে ব্যাপারে ঈমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

০১. ইমাম মালিক, শাফিয়ী ও আহমাদ ইব্ন হাম্বল রহ. এর মতে, যেনা বা ব্যভিচার প্রমাণের জন্য যেভাবে সাক্ষী-প্রমাণ প্রয়োজন সমকামিতার ক্ষেত্রেও তাই হবে। সুতরাং চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষী ব্যতীত সমকামিতা প্রমাণিত হবে না। এদের মধ্যে কেউ নারী হতে পারবে না।

০২. হানাফীগণের মতে, সমকামিতার প্রমাণ বা সাক্ষী যেনার মত নয়। কারণ, সমকামিতার চেয়ে যেনার অপরাধ তুলনামূলক হালকা ও কম গুরুতর। সমকামিতা অধিক ঘৃণ্য ও গুরুতর অপরাধ। তাই সমকামিতা প্রমাণের জন্য দু'জন সাক্ষীই যথেষ্ট। তাঁরা মনে করেন, সমকামিতার শাস্তি যেনার শাস্তির অনুরূপ নয়। সমকামীকে যেনার শাস্তি না দিয়ে তাকে তিরস্কার করা হবে এবং

২. উল্লেখ্য যে, হাদীসটি সনদগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। এ কারণে অনেক ফকীহই তা গ্রহণ করেননি। আবার অনেকেই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে রাসূলুল্লাহ স. কঠোরতা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য মৃত্যুদণ্ডের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। অবশ্যই বিচারক অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় মনে করলে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেন।- সম্পাদক



বন্দী রাখা হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তওবা না করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ধারায় ফিরে আসে কিংবা মৃত্যুবরণ করে (Ali 2009, 138)।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে, শাসক প্রয়োজন মনে করলে তাযীর হিসেবে সমকামী দু-জনকেই জ্বালিয়ে মেরে ফেলতে পারবেন। ইবনুল কাইয়িম রহ.ও এ মত পোষণ করেন। ইবনে হাবিব আল-মালিকী রহ.-এর মতে, তাদেরকে জ্বালিয়ে মারা ওয়াজিব। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, যেহেতু দুনিয়ার কোনো মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া জায়িয নেই, তাই সমকামীদেরকেও আগুনে পুড়িয়ে মারা জায়িয নয় (Ibid)।

০৩. সমকামী বিবাহিত হোক কি অবিবাহিত, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইবন্ হাম্বল, ইসহাক ইবন্ রাহওয়াই ও অন্যান্য ফিকহবিদদের মতে, তাদের উপর রজম-পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলার দণ্ড কার্যকর করতে হবে।

০৪. সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব, কাতাদা, সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওজায়ী, হাসান বসরী, ইবরাহীম নখয়ী, আতা ইব্ন আবূ রিবাহ প্রমুখ মনীষী বলেছেন: 'যিনাকারীর দণ্ডই সমকামীর দণ্ড (Al-Tirmidī, 1417H, 4/57)।

রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا

উপরের ও নিচের উভয়কে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করো (Ibn Mājah ND, 2562)।

০৫. ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বলেছেন, আবু বকর সিদ্দিক রা., আলী ইবনে আবু তালিব রা., আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. ও হিশাম ইবনে আবদুল মালিক - এই চারজন খলিফা সমকামীদের আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছেন (Ibn Qayyim 1992, 371)।

বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী মুখকাম, পায়ুমৈথুন ও সমকামিতা একটি ফৌজদারি অপরাধ। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সমলিঙ্গের কোন ব্যক্তি অথবা জন্তুর সাথে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যৌনক্রিয়ায় মিলিত হবেন, তিনি সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন ও সর্বনিম্ন ১০ বছর পর্যন্ত দণ্ডিত হবেন এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। উক্ত আইনে স্পষ্টত সমকামীতাকে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে (BD PC, 377)।[৩] আমাদের পাশের দেশ ভারতে ২০০৯ সালে দিল্লী হাইকোর্ট সমকামিতাকে বৈধতা দিলেও ২০১৩ সালে দেশটির সুপ্রিমকোর্ট তা অবৈধ ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করে দেয়।

৩. Unnatural Offences-Whoever voluntarily has carnal intercourse against the orer of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ter years, and shall also be liable to fine.

### মহিলাদের সমকামিতার[৪] শাস্তি

মহিলাদের সমকামিতাও একটি গর্হিত কাজ। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

السحاق زنى النساء بينهن.

'মহিলাদের সমকামিতাও যিনাবিশেষ।'

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এ কাজকে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে এ ব্যাপারে ইমামগণ একমত যে, এই কাজ যেহেতু যিনা নয়, তাই এ কাজের জন্য যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তবে এটি গুনাহের কাজ হওয়ার জন্য এর জন্য তাযীর করা ওয়াজিব হবে। (Ali 2009, 139)

### সুপারিশ ও প্রস্তাবনা

**এক. আইনের যথার্থ প্রয়োগ:** সমকামিতা বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে বিদ্যমান আইনে কারাদণ্ড ও আর্থিক দণ্ডের যে বিধান রাখা হয়েছে তার প্রয়োগ হওয়া একান্ত দরকার।

**দুই. নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ:** সংবিধানে কারাদণ্ড ও আর্থিক দণ্ডের বিধান রাখা হলেও সমকামীদের চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতির কোন পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়নি। এটি অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

**তিন. মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ:** সম্প্রতিক মিডিয়ার মাধ্যমে সমকামিতায় উৎসাহমূলক যেসব নাটক, সিনেমা তৈরী হচ্ছে তা রীতিমত উদ্বেগজনক। তরুণ প্রজন্ম এসব নাটক, সিনেমার মাধ্যমে কৌতুহলী হয়ে সমকামিতায় লিপ্ত হতে পারে। এভাবে বাড়তে পারে সমকামীদের সংখ্যা।

**চার. মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা:** সমকামিতা ও অবাধ যৌনতার পেছনে মাদক অনেকটা দায়ী। সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে লক্ষ লক্ষ পিছ ইয়াবা, ফেনসিডিল। তরুণ প্রজন্ম মাদকের ছোবলে হারিয়ে ফেলছে তাদের চরিত্র। সুতরাং সমকামিতামুক্ত সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য মাদকমুক্ত সমাজ গঠন করা জরুরী।

### উপসংহার

সমকামিতাকে জিনগত কিংবা জৈবিক দিক থেকে স্বাভাবিক একটি ব্যাপার হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার জন্য যতই 'বৈজ্ঞানিক' সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করা হোক না কেন, ইসলাম তাকে একটি চরম গর্হিত অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করবে, যেভাবে ব্যভিচারকে গণ্য করে। ইসলামি আইন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি তার সিদ্ধান্ত এবং কর্মের জন্য নীতিগতভাবে দায়ী। মানুষ কোনো রোবট নয় যে, পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রামিং এর বাইরে তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আজকাল কিছু বিজ্ঞানী এমনও দাবি করেছেন যে, ডাকাতি বা খুন করার মতো অপরাধগুলোও অপরাধীর জিনের সাথে সম্পর্কিত। যে প্রশ্নটি তখন থেকে যায় তা হলো, যদি বিজ্ঞানীরা কখনো প্রমাণ করেন pedophilia বা শিশুদের সাথে

৪. শরীআহর পরিভাষায় একে 'সিহাক' বলা। এর অর্থ হলো দুজন নারী মিলে পরস্পর নারী-পুরুষের মিলনের মতো আচরণ করা। (Ali 2009, 139)



যৌনাচার, ধর্ষণ এগুলোও জিনগত ব্যাপার, তখন কি পশ্চিমা সমাজ এই অপরাধগুলোও বৈধতা প্রদান করবে? তখন তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত তত্ত্ব 'প্রাপ্তবয়স্কের সম্মতি' কে বাতিল বলে ঘোষণা দেবে? আইন রচনায় মানুষের ভূমিকাকে ইসলামী ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয় না; বরং তাকে সুনির্দিষ্ট নীতি ও বিধি মেনে আইন রচনা করতে হয়। মানুষের মৌলিক বিষয়াদিতে এ অধিকার প্রয়োগের অবকাশ নেই। সমকামিতা সর্বযুগেই মানুষের ঘৃণা কুড়িয়েছে। সমকামিতার পক্ষে যেমন দেশে দেশে চলছে বাগাড়ম্বর, ঠিক তেমনি সমকামিতার বিরুদ্ধেও চলছে সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। ইতালির ভ্যাটিক্যান সিটির পোপ বেনেডিক্ট সমকামীদের বিয়েকে নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, "এ ধরনের বিয়ে হচ্ছে অনাচার। তিনি আরও বলেন সমকামীদের বিয়ে এমন একটি মেকি ঘটনা, যাকে বলা যায় 'অনৈতিক স্বাধীনতা'। এ ধরনের ঘটনা পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি। তিনি আরো বলেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অবাধ সমকামিতা, বিয়ে নামের মহড়ার নামে অনৈতিক স্বাধীনতা মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলেছে (Reuters, 3 Mar 2008)।" সমকামিতা ইসলামে হারাম, দণ্ডনীয় অপরাধ। বাংলাদেশের আইন ও সমাজব্যবস্থায়ও এটি একটি গর্হিত অপরাধকর্ম বলে রুচিবান মানুষ মাত্রই এটিকে ঘৃণা করে এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য বলে বিশ্বাস করে। শুধু তাই নয় সমকামিতা মানবতা ও সভ্যতা বিনাসী অপকর্ম। বাংলাদেশের সমাজে এমন দুষ্টব্যাধি যাতে কোন অবস্থাতেই সম্প্রসারিত হতে না পারে এজন্য আরো কঠোর আইন করতে হবে এবং শতভাগ কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলে তা নির্মূলে সবাইকে সক্রিয় হতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এমন মানবতা বিধ্বংসী অপরাধ প্রতিরোধের একমাত্র রক্ষাকবচ হলো ইসলামী অনুশাসনের সর্বোচ্চ প্রতিপালন। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণ ইসলামী অনুশাসন পালনের তৌফিক দান করুন।

## Bibliography


Al-Qurān al-Karīm

Abū Daūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Azdī al -Sijistanī. 1995. *Sunan*, Bairut: Dar al-Fikr

Adi Pustok 19: 1-13; Lebio 18:22; Romio: 1: 26-27; Farinthio 6:9

Aḥmad ibn Hambal. 1999. *Musnad*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khosrojerdī. 1344H. *Al-Sunan al-Kubrā*. India: Dairatul Ma'arif-Il-Osmania

Ali, Ahmad. 2009. *Islamer Sasti Ain*. Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Al-Karbasi, Saleh. 2001. Ma maini al-lawat? https://www.islam4u.com/ar/almojib/ما-معنى-اللواط؟, Accessed Dec. 09, 2019.

Al-Ṭabarī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr. 1997. Jami` al-bayan `an ta'wil 'ay al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Tirmidī, Abū ʻIsā Muḥammad Ibn ʻIsā. 1417H. *Al-Sunan*. Riyadh: Maktabat al-Maʻārif.

Bagley, C. and Tremblay P. 1997. Info Source: Gay & Bisexual Male Suicide Problems. Calgary.

BBC Bangla, 18 December, 2014. https://www.bbc.com/bengali/news/2014/12/141218_mk_bangla_homosexual_gay_lesbian_bisexual.

BBC Bangla, 19 May, 2017. https://www.bbc.com/bengali/news-39971977

BD PC (Bangladesh Penal Code) Section 377.

CDC. 1999. Morbidity and Mortality Weekly Report, www.cdc.gov/nchs/releases/01news/mort2k.htm

Choudhury, Jamil. 2016. *Bangla Academy Adhuik Bangla Obhidhan.* Dhaka: Bangla Academy.

Chowdhuri, Mushfiq Imtiaj. 2011. Prosongo: Somokamita Manosik Rogbadhi boy tobe shashthogoto khotir karone borjonio. Blog.bdnews24.com, availavle on: https://blog.bdnews24.com/dr_mushfique/31516, browsed on: 10/10/2019

Freud, Sigmund. 1901. *Psychopathology of Everyday Life.* New York.

Hogg, R. S. & Strathdee, S. A. et al. 1997. "Modeling the Impact of HIV Disease on Mortality in Gay and Bisexual Men," International Journal of Epidemiology, 26(3).

AAFP, American Academy of Family Physicians. 2007. "Pharyngeal Gonorrhea Is Underdiagnosed in MSM". Am Fam Physician. 2007 Jun 15;75(12):1860-1862.

Lgbt Health Channel. 2006. "Anal Health for Men and Women". https://www.lgbthealthchannel.com/analhealth.html. Access on: 11/10/2019

Ibn Mājah, Abū ʻAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Rabʻī al-Qazwīnī. N. D. *Sunan*. Bairut: Dar al-Fikr



Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn ʿAlī ibn Aḥmad. 2010. *Lisān al-ʿArab*. Bairut: Dār Sādir.

Ibn Qayyim, Abū ʻAbdullah Muhammad ibn Abū Bakr al-Jawjiyyah. 1992. *Rawḍat al-Muḥibbīn wa-Nuz'hat al-Mushtāqīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Jay, Karla & Young, Allen. 1979. The Gay Report: Lesbians and Gay Men Speak Out About Sexual Experiences and Lifestyles. New York: Summit Books.

Manusmriti. 1999. Manusmriti with the Commentary of Medhatithi by Ganganatha Jha. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Melbye, Mads; Rabkin, Charles et al. 1994. "Changing patterns of anal cancer incidence in the United States, 1940-1989," American Journal of Epidemiology, 139: 772-780, p. 779, Table 2.

OCD 2014. 720-723*/Oxford Classical Dictionary* entry on *homosexuality*, pp.720–723; entry by David M. Halperin

Paglia, Camille. 1998. "I'll Take Religion over Gay Culture," Salon.com (June 23) https://downloads.frc.org/EF/EF04C51.pdf. downloaded on: 11/10/2019

Rahim, Muhammad Abur. 1983. *Poribar o Paribarik Jibon.* Dhaka : IFA

Steenhuysen, Julie. 2010. 1 in 5 gay, bisexual men in U.S. cities has HIV. available on: https://www.reuters.com/article/us-aids-usa/1-in-5-gay-bisexual-men-in-u-s-cities-has-hiv-idUSTRE68M3H220100923, 11/10/2019

The New Encyclopedia. 1990. Lincoln: Encyclopaedia Britannica (UK) Ltd.

Wehmeier, Sally (Chief Editor). 2006-2007. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford: Oxford University press.

Witkin S. S. & J. Sonnabend. 1983. "Immune Responses to Spermatozoa in Homosexual Men," Fertility and Sterility, 39(3).

Yeahyah, Harun. 2008. *Perished Nation*, Translation: Khondoker Habibur Rahman. Dhaka: Madina Publications.